দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের জুলাই/২০২১মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

(সভা নং-০৭/২০২১)

সভাপতি : শেখ মারুফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।

তারিখ : ২৯ জুলাই ২০২১, মঙ্গলবার

সময় : বিকাল ১২: ০০ ঘটিকা

স্থান : উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ ।

(উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরা পৃথক রেজিস্টারে সংরক্ষিত)

সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিনের সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় নিম্নরূপ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১.	পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	বিগত জুন ২০২১, মাসের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।	জুন ২০২১ মাসের উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
০২.	স্থায়ী কমিটি সমূহের সভা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী জানান যে, ২০২১ মাসে ০৯টি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিবগণ ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, যথাসময়ে সভা আহবানপূর্বক সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, নিয়মিতভাবে স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করতে হবে। অন্যথায় ইউজিডিপি'র প্রকল্পসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।	স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিবগণ ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিবগণ ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়
০৩	উপজেলা পরিষদের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত	উপজেলা পরিষদের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সভায় উপস্থাপন: জুন/২০২১ মাসে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপন করা হয় । সর্বমোট আয়-৮,৭২,৪৮৩/৩৯ সর্বমোট ব্যয়- ১৪,৮৫,০৬০/-	উপজেলা পরিষদের আয় সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্যাশ বইসমূহ যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী।
০৪	উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির সুপারিশ	সভায় উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, খরিপ-১ মৌসুমে দিঘলিয়া উপজেলায় আউশ ধান ৩৯২ হেক্টর খরিপ-২ মৌসুমে আমন বীজতলা হাইব্রিড জাতের ১৫ হেঃ উফশী ৯০ ও স্থানীয় ২০ আমন ধানের বীজতলা হয়েছে সর্বমোট বীজতলা ১২৫.০০ হেঃ। আমন ধানের আবাদের লক্ষমাত্রা ১,৮০০,০০ হেঃ। আমন ধান চারা রোপনের কাজ চলিতেছে। পোকা মাকড় ও রোগের প্রাদুর্ভাব এখনো পর্যন্ত তেমন দেখা যায় নাই। তিনি বলেন দিঘলিয়া উপজেলায় গ্রীস্মকালীন বিভিন্ন প্রকার সব্জী উৎপাদন শেষ। খরিপ-১ মৌসুমে সব্জীর আবাদ ২৫০.০০ হেঃ	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ	উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এবং উপজেলা কৃষি

		হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি অফিসার সভাকে অবহিত করেন। খরিপ-১ আউশ মৌসুমে ৩৪০ জন কৃষক, ০১ (এক) জন কৃষককে বিনামূল্যে ০৫ কেজি ধানবীজ ও ডিএপি ২০ কেজি এমওপি ১০ কেজি রাসায়নিক সার সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ জন করে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। ইউনিয়ন সমূহের পরিষদ ভবনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য ১ টি করে রুম বরাদ্দ থাকার বিধান রয়েছে। কোথাও কোথাও রুমগুলি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ বসেন এবং কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ১ টি করে রুম থাকলে এবং সেখানে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের বসার ব্যবস্থা করতে পারলে কৃষকগণ উপকৃত হবেন। দুঃখের বিষয় অনেক স্থানে রুম থাকা সত্ত্বেও চেয়ার, টেবিলসহ প্রয়োজনীয় ফার্ণিচারের অভাবে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগনকে বসানো সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় উপজেলা পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার বরাদ্দ প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ কার হয়।	অধিদপ্তর, দিঘলিয়া খুলনার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভাগীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাসহ উপজেলা পরিষদের এডিপি অথবা রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিঘলিয়া বর্ণিত কর্মকান্ডগুলি যথাযথ বাস্তবায়ন করবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৫	উপজেলা যুব ও ক্রীড়া কমিটির	সভায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার জানান যে, গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা ৪২৫ জন ছিল। কিন্তু ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রানুযায়ী ৪০০ জন প্রশিক্ষনার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতারনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৩৫,৮০,০০০/-। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যুব ঋণ বিতারণ করা হয়েছে ২২,৪০,০০০/-। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা ৪২০ পাওয়াগিয়াছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। যুব উন্নয়নের ঋণ নিয়ে অনেক বেকার যুবক ও যুব মহিলারা নিজেরা আত্মকর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করছে। করোনার কারনে বিগত মাস পর্যন্ত ঋণ আদায় শত ভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতাদেরকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশসনের সাথে যোগাযোগ রেখে খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে খেলাপী ঋণ আদায় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৬	উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ স্থায়ী কমিটি সুপারিশ	সভায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানান যে, বর্তমানে গবাদি পশু, ও হাঁস-মুরগীর সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ক্ষুরা রোগের পাশাপাশি লাম্পি স্কিন ডিজিজ বেশ আক্রান্ত হচ্ছে। তাই এমতাবস্থয় ক্ষুরা রোগের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা ও খামার গুলিকে জীবানুমুক্ত রাখার জন্য জিবানুনাশক ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এব্যপারে খামারী ও কৃষক প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। সরকারী বরাদ্দ না থাকায় কৃষক ও খামারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সদস্য সচিব আরোও বলেন, পূর্বের রেজুলেশনে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রাচীরের ভিতরে আরো কমপক্ষে ৩ ফুট উচু করার দরকার। প্রায় বর্ষায় পানি জমে থাকায় সেখানে গবাদি পশু চিকিৎসায় বেশ সমস্যা হয়। এ বিষয়ে তিনি উপজেলা পরিষদের এডিপি অথবা উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সরকারী বিধি বিধান অনুসরন করে দাপ্তরিক কার্য পরিচালনাসহ উপজেলা এডিপি অথবা উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৭	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন স্থায়ী	সভায় উপজেলা বিআরডিবি অফিসার জানান যে, বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজি গঠন এবং ঋণ	উপজেলা পরিষদের উত্তর পূর্ব কোনা তথা	চেয়ারম্যান, উপজেলা

	কমিটির সুপারিশ	বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম অব্যহত আছে। তিনি বলেন উপজেলা পরিষদের বেশিরভাগ অংশ নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের উত্তর পূর্ব কোন তথা বিআরডিবির অফিস এলাকায় সিসি ক্যামেরা না থাকায় বিভিন্ন সময় বহিরাগত লোক প্রবেশ করে উপজেলা পরিষদের আম, কাঁঠাল ও কলা চুরি করে নিয়ে যায়। যা উপজেলা পরিষদ এলাকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরুপ। বিধায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণউত্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজি গঠন ও ঋণ বিতরণ ও আদয় কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।	বিআরডিবির অফিস এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের নিমিত্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ও বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণউত্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজি গঠন ও ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও উপজেলা বিআরডিবি অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৮	উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি সুপারিশ	সভায় উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার জানান যে, উপজেলা হাট/বাজার সমূহে ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ পণ্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে জনগণ/ভোক্তার নিকট যা বিক্রয় করা হইতেছে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থাসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বৃদ্ধি করার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা/পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে ভেজালমুক্ত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ে বিক্রেতাগণকে উৎসাহিত করতে হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করে প্রতি ইউনিয়নে স্থানীয় দোকান মালিক/ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে পরামর্শমূলক সভা করার আহবান জানান।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে হাট/বাজারগুলিতে ভেজালমুক্ত পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রতিমাসে মনিটরিং বৃদ্ধিসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৯	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটির সুপারিশ	সভায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান যে, কোভিড-১৯ এর কারনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাল মিলিয়ে অত্র উপজেলার সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য যথাযথ মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
১০	উপজেলা সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশ	সভায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার জনান যে, সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ০১ (এক) বছরে উপজেলা পর্যায়ে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় সরকারীভাবে তার জন্য কোন বরাদ্দ দেওয়া হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে বরাদ্দ সংরক্ষনের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বিভিন্ন দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কিন্তু উপজেলা পরিষদের নিজস্ব কোন গান-বাজনা করার জন্য কোন বাদ্যযন্ত্র না থাকায় অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্থিকভাবে ক্ষতি হয়। বাদ্যযন্ত্রগুলি ক্রয়ের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।

১১	উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ	সভায় উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) অফিসার জানান যে, বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরে খুলনা জেলার রুপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অত্র উপজেলায় ৩২২ টি গভীর নলকূপ এবং pswsc প্রকল্পের আওতায় ১৫৬ টি গভীর নলকূপ পাওয়া যায়। মাননীয় সংসদ সদস্য, খুলনা-৪ মহোদয়ের কাছে উক্ত বরাদ্দের অনুকূলে স্থান তালিকা প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সরকারি বিধি বিধান অনুসরন পূর্বক যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
১২	উপজেলা সমাজকল্যাণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশ	সভায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দ্বিতীয় ধাপে ১৫২ টি উপজেলা শতভাগ ভাতার আওতায় এসেছে। তন্মধ্যে দিঘলিয়া উপজেলা আছে। এক্ষেত্রে যোগ্য ভাতাভোগীদেও অনলাইনে আবেদন করতে বলা হলো। অনলাইনে আবেদন সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার ও যে কোন স্থানে কম্পিউটারে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। তিনি আরো বলেন অত্র উপজেলায় "প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। সেখানে কামার, কুমার, জুতার কাজ, বাঁশ ও বেতেরকাজ, সেলুন, কাশা পিতল, নকশী কাথা, বংশীবাদক ইত্যাদি শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুদান দেয়া হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরীপ ফরমে আবেদন করা যাবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে যোগ্য ভাতা প্রার্থীদের অনলাইনে ভাতার আবেদন করার জন্য প্রচার চালানো ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্টির উক্ত পেশাভিত্তিক লোকদেও জরীপ ফরম পূরন ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা।
১২	উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তর	সভায় উপজেলা প্রকৌশলী জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপির অর্থায়নে সঠিক সময়ে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং দপ্তরসমূহের যদি কোন প্রকল্প থাকে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিলের জন্য বলা যেতে পারে। যা বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রকল্প যাচাই বাছাই করে দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভাব হবে। তিনি বলেন, অত্র উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো বর্ষার মৌসুমে জনগণের চলাচলে অনুপযোগী হওয়ায় যথাক্রমে পথের বাজার রাস্তা, গজীরহাট রাস্তা, যোগীপোল ইউনিয়নের রাস্তা, সংস্কার কাজ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাইকা প্রকল্পের আওতায় দিঘলিয়া ইউনিয়নের দিঘলিয়া গ্রামে জহুর শেখ এর বাড়ি হতে বদিয়ার রহমান এর বাড়ি পর্যন্ত স্বাস্থ্য সম্মত ড্রেন ও স্লাব নির্মাণ কাজের আহবান করা হয়। কিন্তু ঠিকাদারগণ যথা সময়ে ইজিপির পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করেন। দাখিলকৃত দরপত্রগুলি সঠিক ভাবে বিবেচিত না হওয়ায় সকল দরপত্রসমূহ বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও দপ্তরসমূহ হতে প্রকল্প চেয়ে পত্র প্রেরণে এবং জাইকা প্রকল্পের কাজটি পূনরায় দরপত্র আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, দিঘলিয়া, খুলনা।
১৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর	সভায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান যে, আগামী ৭ই আগস্ট/২০২১ থেকে সকলকে টিকা প্রদান করা হবে। সকলকে জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাই ফোন নিয়ে আসলে টিকা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে টিকা প্রদান করা হবে। একযোগে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক টিকা দান কার্যক্রম চলবে তবে তিনি জানান যে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে যখন টিকা প্রদান করা হবে তখন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকা প্রদান কর্যক্রম বন্ধ থাকবে এবং ক্যাম্পেইন শেষ হলে পূর্বের ন্যায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা দান কার্যক্রম চলমান থাকবে।	সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাই ফোন প্রত্যেক এর সাথে আনার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা দিঘলিয়া, খুলনা।

১৪	চেয়ারম্যান গাজীরহাট	সভায় চেয়ারম্যান গাজীরহাট ইউপি জানান যে, তার ইউনিয়নের নদীর পারের ব্লক তুলে দোকান তৈরী করে স্থানীয় কিছু লোক সেই দোকানগুলো বিক্রী করছে। তিনি আরো বলেন, গ্রাম হবে শহর সে ক্ষেত্রে যে সমস্ত রাস্তার আইডি প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত রাস্তাগুলো ঠিকমত করা হলে তার ইউনিয়নের রাস্তার আপাততো আর কোন সমস্যা থাকবে না।	সভায় এ বিস্তারিত আলোচনান্তে যে সমস্ত লোক নদীর পারের ব্লক তুলে দোকান তৈরী করে বিক্রী করছে তাদের নামের তালিকা প্রেরনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইন-চার্জ দিঘলিয়া, খুলনা।
১৫	ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা,	সভায় ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা জানান যে, সভার শুরুতে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি কাওছার আলী গত ২৭ই জুলাই মৃত্যু বরণ করায় তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন লকডাউনের কারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বিপাকে পরছে। তারা যেন সেই বিপাক থেকে সাহায্য পেতে পারে সে জন্য ৩৩৩ নম্বরে কল করলে তারা যেন সাময়িক সাহায্যে পায় সে তাদের প্রতি খেয়াল রাখার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন এডিস মশার ব্যাপারে সকলকে সচেতন করাসহ সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সভার সম্মতিক্রমে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩৩৩ নম্বর থেকে উপজেলা প্রশাসনকে জানালে অসহায় লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় এবং এডিস মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে আঙ্গিনার আশ পাশে কোন পাত্রে যাতে পানি জমে থাকতে না পারে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রশাসন, দিঘলিয়া, খুলনা।
১৬	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, উপজেলা পরিষদের গেজেটেড ভবনের বাহির অংশে দীর্ঘদিন রং না করার ফলে ভবনের বাহিরের ওয়ালে শ্যাওলা পরে ওয়ালটি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যার কারনে ভবনের বাহিরের ওয়ালে রং করা প্রয়োজন। তিনি বলেন উপজেলা পরিষদের মালতি ভবনের ওয়াল ও ছাদে বিভিন্ন অংশ থেকে প্লাস্টার ঝরে ঝরে পড়ার কারনে সেখানে বসবাস কারীদের অসুবিধা হচ্ছে। বিধায় ভবনটি দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন উপজেলা পরিষদের পুরাতন ভবনের ওয়ারিং দীর্ঘ দিনের পুরাতন হওয়ায় বিল্ডিং এর ওয়ারিং থেকে প্রায়ই সর্ট সার্কিট হয়ে বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাই পুরাতন ভবনের ওয়ারিং দ্রুত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন তার বাসভবনটি রাস্তার পাশ্বে অবস্থিত হওয়ায় ছাদের উপর যে জায়গাটা আছে সেখানে চলা ফেরা করতে অসুবিধা হওয়ায়। রেলিং মেরামত করা স্ট্যান্ডসহ পর্দা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ছাদের খানিকটা অংশে রেলিং মেরামত করার পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য ছাদে টিনের শেড স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য এক জন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে খাস জমি ভরাট করে সেখানে গৃহ নির্মাণের ব্যাবস্থা করা, উপজেলা গেজেটেড ভবনের বাহিরের ওয়াল রংকরন, মালতি ভবনের সংস্কার কাজ করাসহ পুরাতন ভবনের ওয়ারিং পরিবর্তনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনের ছাদের রেলিং মেরামতসহ আনুসঙ্গিক কাজ করাসহ অত্র উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসাবে উপজেলা যুব	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার. এবং উপজেলা প্রকৌশলী দিঘলিয়া, খুলনা।

		করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	উন্নয়ন অফিসারকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১৭	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।	সভায় চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ দিঘলিয়া জানান যে, দিঘলিয়া ইউনিয়নের পানিগাতি গ্রামে যে খাস জমি আছে সেটি যদি ভরাট করা যায় তাহলে সেই জমিতে ভূমিহীনদের জন্যা নতুন করে বাসগৃহ নির্মান করে সেখানে গৃহ হীনদের আবাসস্থান নির্মাণ করা যাবে। এছাড়া দিঘলিয়া সর্দারঘাটের আশ্রয়নের ১০টি ঘরের সামনের মাটি রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ড্রামসিট প্যালাসাইটিং করা দরকার। তিনি বলেন বর্ষার মৌসুমে এডিস মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। তাই সকলের আঙ্গিনার চার পাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাসহ পানি যাতে কোথায়ও বেঁধে না থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার পরমর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু চত্বরে সিসি ঢালাইকরণ ও টাইলস করনের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি বলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও বিআরডিবি অফিসে উপজেলার বিভিন্ন জায়গা হতে আগত সেবা প্রার্থীদের সাইকেল মটর সাইকেল রাখার জন্য ১ টি গ্যারেজ এবং উপজেলা আমার বাড়ি আমার খামারে অত্র উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রমে সেবা নিতে আসা জনসাধারণের জন্য ১ টি গ্যারেজ, ও উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসের সামনের নিচু জায়গায় মাটি ভরাটসহ কৃত্রিম প্রজনন শেড নির্মান করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন পানিগাতি আজিজুল মেম্বরের বাড়ীর সামনের রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুরালের পিছনে শিশুদের জন্য স্লাইড ও দোলনা স্থাপন করা যেতে পারে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বঙ্গবন্ধু চত্বরে সিসি ঢালাইকরণ ও টাইলস করনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, দিঘলিয়া সর্দারঘাট আশ্রয়নে প্যালাসাইটিং করা, পানিগাতি খাস জায়গায়া বালু ভরাট, ২ টি সাইকেল গ্যারেজ, মাটি ভরাট, কৃত্রিম প্রজনন শেড নির্মাণ, রাস্তা মেরামত, শিশুদের জন্য স্লাইড, দোলনা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী দিঘলিয়া, খুলনা। ইউপি চেয়ারম্যান (সকল)

জুন, ২০২১ মাসে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

মাসের নাম	ব্যয়ের বিবরণ	মোট ব্যয়
	০১। উপজেলা পরিষদের এক মাসের আপ্যায়ন বাবদ = ৩০,০০০/- ০২। উপজেলা পরিষদের এক মাসের আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ= ৫০০০/- ০৩। উপজেলা পরিষদের কমিটির সভা পরিচালনা ব্যয় বাবদ=৮০০০/- ০৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের জুন/২০২১ মাসের সম্মানী ও বাড়ীভাড়া = ৪৫,০০০/- ০৫। ভাইস চেয়ারম্যানের জুন/২০২১ মাসের সম্মানী = ২৭,০০০/- ০৬। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের জুন/২০২১ মাসের সম্মানী = ২৭,০০০/- ০৭। জনাব টিমলা দাস, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এর জুন/২০২১মাসের দৈনিক ভাতা বাবদ=১৩,৭৫০/- ০৮। জনাব লিয়াকত আলী খান, মালী এর জুন/২০২১মাসের দৈনিক মজুরী ভাতা বাবদ=১৩,৭৫০/- ০৯। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া খুলনা এর জুন/২০২১মাসের ভ্রমণ বিল বাবদ ১১,৪৫৮/- ১০। ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা এর জুন/২০২১ মাসের ভ্রমণ বিল বাবদ=৫০০০/- ১১। ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা এর জুন/২০২০ মাস ভ্রমণ বিল বাবদ= ৫,০০০/- ১২। শফিউল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর নামে উপজেলা পরিষদের জীপ গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় এর বিল=২৫,০০০/- ১৩। শফিউল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর নামে উপজেলা পরিষদের জীপ গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় এর বিল=২৫,০০০/- ১৪। মোঃ হাফিজুর রহমান অফিস সহায়ক এর নামে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদের সিসি	১০,২৫,৭৭৯/-

	ক্যামেরা সার্ভিসিং ও মেরামত বিল =২২,৮২১/- ১৫। মোঃ হাফিজুর রহমান অফিস সহায়ক এর নামে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদের সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং ও মেরামত বিল=২২,০০০/- ১৬। মোঃ নুরুল হুদা ইউপি সদস্য সেনহাটি ইউপি দিঘলিয়া, এর নামে উপজেলা পরিষদের অফিসকক্ষ ও নতুন হল রুমের জন্য প্লাষ্টিকের চেয়ার, এস চেয়ার এবং টেবিল ক্রয়ের বিল=১,৭৮,০০০/- ১৭। জেট ইলেক্ট্রনিক্স প্রোঃ মোঃ জিয়াউর রহমান পথের বাজার, দিঘলিয়া, খুলনা এর নামে উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে সোলার প্যানেল ও সোলার লাইট স্থাপন কাজের বিল=৪,৭৫,০০০/- ১৮। উপজেলা ঝড়ে পড়া গাছের নিলামকৃত অর্থ যা রাজস্ব তবহিলে জমা দেওয়া হয়েছিল তা বিধিমাফিক ১-৩৭৩১-০০০০-২৩৭১ সরকারী কোষাগারে জমা বাবদ=৭৫,০০০/- ১৯। মোঃ হাফিজুর রহমান অফিস সহায়ক এর নামে নিলাম কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা বিল বাবদ=১২,০০০/-	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(শেখ মারুফুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
ও
সভাপতি
উপজেলা পরিষদ,দিঘলিয়া, খুলনা।

স্মারকনং-০৫.৪৪.৮৭২৫.০০১.১১.০১১.২০-

তারিখ: ২৯.০৭.২০২১ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। জনাব আব্দুস সালাম মূর্শেদী, মাননীয় সংসদ সদস্য- ১০২, খুলনা-৪, যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য।
০২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
০৪। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
০৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৬। ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা, উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৭। উপজেলা ....কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৮। চেয়ারম্যান, ...ইউপি (সকল), দিঘলিয়া, খুলনা।
০৯। জনাব ....সদস্য, উপজেলা পরিষদ সাধারণ সভা, দিঘলিয়া, খুলনা।

(মোঃ মাহিবুবুল আলম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ
দিঘলিয়া, খুলনা।
ফোন: ০৪১-৮৯০০০২
unodigholia@mopa.gov.bd